AMITRAKSHAR PUBLISHERS

স্বাধীনতা উত্তর বাংলা উপন্যাসে আধুনিকতা

সম্পাদনা : স্বরূপ দে, মিঠু জানা, সোনালী ভূমিজ

সহ-সম্পাদনা : নারায়ণ কুইলা, রুচিরা গুহ, সোনালী গোস্বামী, নিবেদিতা ঘোষাল

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা উপন্যাসে আধুনিকতা

সম্পাদনা

ড. স্বরূপ দে

ড. মিঠু জানা

সোনালী ভূমিজ

সহ-সম্পাদনা

ড. নারায়ণ কুইলা

ড. রুচিরা গুহ

ড. সোনালী গোস্বামী

নিবেদিতা ঘোষাল

AMITRAKSHAR PUBLISHERS

AN ISO 9001:2015/QMS/092020/19534

First Published on
30th November, 2024
by
Amitrakshar™
Publishers
Kolkata – 700068
© Copyright reserved by Dept. of Bengali, Hijli College
ISBN: 978-93-6008-989-4
(Hardback)
Price: 400.00
Title of the Book:
স্বাধীনতা উত্তর বাংলা উপন্যাসে আধুনিকতা
(Swadhinata Uttar Bangla Upanyse Adhunikata)
Edited by:
Dr. Swarup Dey | Dr. Mithu Jana | Sonali Bhumij
Co-Edited by:
Dr. Narayan Kuila | Dr. Ruchira Guha |
Dr. Sonali Goswami | Nibedita Ghoshal
Language: Multiple languages
Publisher and Type setter: Amitrakshar Publishers
Typeset in Avro Bangla Keyboard
Page No.: 238
Printed by: Amitrakshar Publishers & M. Enterprises
Website: www.amitrakshar.co.in
Website link: https://www.amitrakshar.co.in/book/
Email id: amitraksharpublishers@gmail.com
Phone/ WhatsApp Number: 9735768900
Published by:

Office: 1/199, Jodhpur Park, Gariahat Road, Kolkata- 700068

All rights reserved. No part of this book may be reprinted or reproduced or utilised in any form or by any electronic, mechanical or other means, now known or hereafter invented, including, photocopying and recording, or in any information shortage or retrieval system, without permission in writing form the publisher.

সম্পাদকীয় বোর্ড

সম্পাদনা

ড. স্বরূপ দে | ড. মিঠু জানা |
সোনালী ভূমিজ

সহ-সম্পাদনা

ড. নারায়ণ কুইলা | ড. রুচিরা গুহ |
ড. সোনালী গোস্বামী | নিবেদিতা ঘোষাল

মুখ্য উপদেষ্টা

শ্রী অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

সভাপতি, কলেজ পরিচালন সমিতি, হিজলি কলেজ, খড়গপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর

প্রধান উপদেষ্টা

অধ্যাপক (ড.) আশিস কুমার দণ্ডপাট

অধ্যক্ষ, হিজলি কলেজ, খড়্গপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর

উপদেষ্টা মণ্ডলী

অধ্যাপক (ড.) বাণীরঞ্জন দে

বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়, মেদিনীপুর

অধ্যাপক (ড.) নাড়ুগোপাল দে

সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়, পুরুলিয়া

ড. শামস্ আলদীন

সহকারী অধ্যাপক

সাউথ-ইস্ট বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলাদেশ

সূচিপত্র

কথাবৃত্ত vii

কথামুখ xi

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা উপন্যাস: প্রসঙ্গ আধুনিকতা ১
লেখক : নাড়ুগোপাল দে[১]

একালের উপন্যাস : নতুন প্রবণতা ১৫
লেখক : বাণীরঞ্জন দে[১]

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের উপন্যাস: প্রসঙ্গ মুক্তিযুদ্ধ ২২
লেখক : ড. শামস্ আলদীন[১]

মানুষের কল্যাণকামী ঔপন্যাসিক: নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ৩৩
লেখক : সুজয়কুমার মাইতি[১]

শহীদুল জহিরের 'জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা': প্রাসঙ্গিকতা ও বিশ্লেষণ ৪২
লেখক : স্বরূপ দে[১]

গুণময় মান্না'র উপন্যাস: শ্রমজীবী মানুষের উপাখ্যান ৫৫
লেখক : মিঠু জানা[১]

স্বাধীনতা উত্তর বাংলা উপন্যাসে উত্তাল সময় ভাবনা ৬৪
লেখক : রুচিরা গুহ[১]

কবি বন্দ্যঘটী গাঞিঃ : কালোত্তীর্ণ ট্র্যাজিক একলব্য ৭৬
লেখক : ড. সুব্রত চক্রবর্তী[১]

মধ্যবিত্তের কথাকার: জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী ৮৭
লেখক : নিবেদিতা ঘোষাল[১]

'নুনবাড়ি' : লিঙ্গ রাজনীতির প্রভাব ক্ষুণ্ণ করে নারী জাগরণের আখ্যান ৯১
লেখক : ড. রাকেশ জানা[১]

নকশাল আন্দোলনের প্রেক্ষিতে মহাশ্বেতা দেবীর 'হাজার চুরাশীর মা': একটি বিশ্লেষণ ১০১
লেখক : অভি কোলে[১]

সমরেশ বসুর মহাকালের রথের ঘোড়া: ব্যর্থ স্বপ্নের নিঃসঙ্গ নায়ক রুহিতন ১০৮
লেখক : আশিস কুমার সাহু[১]

কথাসাহিত্যিক তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস 'কক্ষপথ': একটি পর্যালোচনা ১১৫
লেখক : প্রসেনজিৎ মণ্ডল[১]

মা মহাশ্বেতা দেবী ও লোধা জনজীবন: একটি সমাজতাত্ত্বিক অধ্যয়ন ১২১
লেখক : রমেশ চন্দ্র মন্ডল[১]

ঔপন্যাসিক সতীনাথ ভাদুড়ী ও মার্শেল প্রুস্ত ১২৭
লেখক : ড. সেখ সাব্বির হোসেন[১]

সৈকত রক্ষিতের 'সিরকাবাদ': একালের দৃষ্টিতে ১৩২
লেখক : সরোজকুমার পতি[১]

বাড়ি বদলে যায়: আধুনিক স্ববিরোধী ভাবনার মিশেল ১৪২
লেখক : লিলি সরকার[১]

শ্রীকৃষ্ণের মহামানব রূপের অন্বেষণে গজেন্দ্র মিত্রের পাঞ্চজন্য ১৪৯
লেখক : সুলেখা সরদার[১]

'রোজগার', আধুনিকতা ও মেয়ে গোয়েন্দাদের গল্প ১৫৭
লেখক : মিলন বিশ্বাস[১]

প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির লড়ায়ে দুই নারীর জীবনকথা: 'ধুলোবালির জীবন' উপন্যাস অনুসঙ্গে ১৬৩
লেখক : ডাক্তার মাহাত[১]

শঙ্খ ঘোষের কিশোর উপন্যাসে সমাজবাস্তবতা ১৭১
লেখক : সনৎ পান[১]

স্বাধীনতা উত্তর বাংলা উপন্যাসে প্রান্তিক নারীর ক্ষমতায়ন ও সামাজিক অবস্থান ১৮০
লেখক : উৎপল ডোম[১]

রবিশংকর বলের স্বপ্নযুগ : স্বপ্ন ব্যর্থতার আখ্যান ১৯১
লেখক : লাল্টু মাইতি[১]

অভিজিৎ সেনের "বিদ্যাধরী ও বিবাগী লখিন্দর" উপন্যাসে লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কারের আধুনিক রূপ-স্বরূপ ১৯৮
লেখক : পিয়ালী দাস[১]

'স্বাধীনতা উত্তর বাংলা উপন্যাসের আধুনিকতা ও মধ্যবিত্ত সংকট' ২০৫
লেখক : বুবাই পিরি[১]

স্বাধীনতা উত্তর নির্বাচিত বাংলা উপকূলীয় উপন্যাসে অত্যাচারিত প্রান্তিক মানুষের প্রতিরোধ : একটি সমীক্ষা ২০৯
লেখক : চন্দ্রশেখর আদক[১]

মণীন্দ্রলাল বসুর 'এষণা' : আধুনিক ও প্রাচীনের সংঘাত ২১৯
লেখক : অঞ্জু মাহাত[১]

ISBN : 978-93-6008-989-4

নকশাল আন্দোলনের প্রেক্ষিতে মহাশ্বেতা দেবীর 'হাজার চুরাশীর মা' : একটি বিশ্লেষণ

অভি কোলে[১]

মহাশ্বেতা দেবী বাংলা কথাসাহিত্যে নিঃসন্দেহে স্বতন্ত্র এবং ব্যতিক্রমী। আদিবাসী মানুষকে নিয়ে নিরন্তর যেমন ভেবেছেন, তেমনই তাদের কথা লিখেছেন তাঁর সাহিত্যে। কখনও ষোড়শ শতাব্দীর বাংলাদেশের চুয়াড় বিদ্রোহ, কখনও বা উনিশ শতকের মুন্ডা বিদ্রোহ, সিপাহী বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ নিয়ে অসংখ্য গল্প ও উপন্যাস লিখেছেন। নিম্নবর্গীয় সমাজ ও ইতিহাসকে একসূত্রে গ্রথিত করে সাহিত্যে এক নতুন ধারার সৃষ্টি করেছেন কথাসাহিত্যিক মহাশ্বেতা দেবী। 'ইতিহাস' (History) কেবলমাত্র সমাজে ঘটে যাওয়া তথ্যমাত্র– যা অতীত। কিন্তু 'সাহিত্য' (Literature) ঘটে যাওয়া অতীতকে নবরূপায়ণে সঞ্জীবিত করে এক নতুন ভাবনার আন্দোলন জাগাতে পারে সমগ্র পাঠক তথা বুদ্ধিজীবীদের অন্তরে। এটি হলো চিরন্তন ও শাশ্বত। অ্যারিস্টটল তাঁর 'Poetics' গ্রন্থে 'ইতিহাস' ও 'সাহিত্য' সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তাই বলেছেন যথাক্রমে– 'What have been happened' (ইতিহাস) এবং 'what might have been happened' (সাহিত্য)। বস্তুত, মহাশ্বেতা দেবী 'হাজার চুরাশির মা' উপন্যাস নির্মাণে 'ইতিহাস' কে চূড়ান্ত দলিলরূপে গ্রহণ করেছেন। সত্তর দশকের উত্তাল রাজনৈতিক সময়ে যে নকশাল আন্দোলন হয়েছিল, সেই প্রেক্ষাপটকে উপন্যাসের বীজ হিসাবে প্রতিস্থাপন করে 'হাজার চুরাশির মা' নামক উপন্যাস লিখে বিরাট মহীরুহ সৃষ্টি করলেন তিনি– যা সমকালকে অতিক্রম করে চিরকালের চিরন্তন ফসল।

স্বাধীনতা পরবর্তী আন্দোলনগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা ভয়াবহ আন্দোলন হল নকশালবাড়ি আন্দোলন। ষাটের দশকের শেষ প্রান্তে এই আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে। ১৯৬৭ সালে শিলিগুড়ি মহকুমার 'নকশালবাড়ি' গ্রামে নকশাল আন্দোলন প্রথম শুরু হয়। বেনামী জমি ও খাস জমি যাতে সাধারণ কৃষকদের মধ্যে বন্টন করা হয় তার দাবিতে সাধারণ কৃষক সভা সমকালীন জমিদার ও চা-বাগানের মালিকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। এই আন্দোলন পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন চারু মজুমদার। চারুবাবুর নেতৃত্বে নকশালপন্থীরা চারটি শ্রেণিকে মনে করতেন জনগণের প্রধান শত্রু। শ্রেণিগুলি হল– মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, সোভিয়েত শোধনবাদ, জমিদার শ্রেণি ও আমলাতান্ত্রিক বুর্জোয়া শ্রেণি। এই চার শ্রেণি-শত্রুকে খতম করতে পারলেই নকশালরা

[১] সহকারী অধ্যাপক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, মেদিনীপুর সিটি কলেজ, কুতুরিয়া, ভাদুতলা, পশ্চিম মেদিনীপুর।

 ISBN : 978-93-6008-989-4

তাদের সংগ্রামে সাফল্য লাভ করবে। এইরূপ মনোভাবের উপর ভিত্তি করে তারা আন্দোলনকে পশ্চিমবঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ বহির্ভূত রাজ্যগুলিতে বিস্তৃত করতে থাকে। উল্লেখ্য, বিহার-পাঞ্জাব-মহারাষ্ট্র প্রভৃতি রাজ্যে এই আন্দোলন মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে থাকে। বিহারের ভোজপুর জেলায় আন্দোলন যেমন সফলতা অর্জন করেছিল, তেমনি অপরদিকে অন্ধ্রের শ্রীকাকুলামেও আন্দোলন সফলতার পথে অনেকটা অগ্রসর হয়েছিল। কিন্তু শেষপর্যন্ত প্রশাসনের চাপে তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। বলাবাহুল্য, নকশালপন্থীদের আন্দোলন পরিচালনার মূল লক্ষ্য ছিল সত্তর দশককে মুক্তির দশকে পরিণত করা। এহেন সংগ্রামী চেতনার পাঠ নিয়ে চারু মজুমদার, কানু সান্যাল ও জঙ্গল সাঁওতাল প্রমুখরা সমগ্র পশ্চিমবাংলার তরুণ সমাজকে জাতীয়তাবাদের দীক্ষায় দীক্ষিত করেছিল। ফলস্বরূপ, নগর কলকাতার মেধাবী পড়ুয়ারা ঝাঁকে ঝাঁকে নকশাল আন্দোলনকে সফল করতে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

আমরা জানি, পশ্চিম ও পূর্ববাংলার এক সংকটময় কাল ৬০ ও ৭০-এর দশক। একটু ইতিহাসের দিকে তাকালে লক্ষ করা যায়, ১৯৬২ সালে ভারত-চীন সীমান্ত সংঘর্ষ, ১৯৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ, ১৯৬৬-তে খাদ্য আন্দোলন, '৬৭-তে যুক্তফ্রন্ট সরকারের জয়লাভ, '৬৮-তে রাজ্যে রাষ্ট্রপতি নির্দেশিত জরুরী ব্যবস্থা। সবশেষে ১৯৬৯ সালে সরকারের সঙ্গে তীব্র মনোমালিন্যের কারণে চরমপন্থীরা সরকার বিচ্যুত হয় এবং জনকল্যাণের স্বার্থে নকশাল নামে চিরপরিচিত স্থান লাভ করে। তখন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখোপাধ্যায়– যিনি যুক্তফ্রন্ট দলের নেতা, ডেপুটি চিপ মিনিস্টার হলেন জ্যোতি বসু। স্মর্তব্য যে, কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে নকশালদের প্রথম দিকে অভিন্ন যোগাযোগ থাকলেও তা ভঙ্গুর হয়ে নতুন পার্টির জন্ম হয় এই পর্যায়ক্রমে। ১৯৬৪ সালে সি.পি.আই. ভেঙে নয়া পার্টি সি.পি.আই. (এম) গঠিত হয়েছিল। আবার, ১৯৬৯ সালে সি.পি.আই. (এম) ভেঙ্গে সি.পি.আই. (এম. এল.) নামক নতুন সংগঠনের জন্ম হয়। বস্তুত, সমকালীন সময়ে নতুন উদ্বুদ্ধ দল নিজেদের 'খাঁটি বিপ্লবী' বলে ঘোষণা করতে থাকে। নকশালরা 'মাও-সে-তুং'-এর আদর্শে পরিচালিত হয়ে, তৎকালীন রাজনৈতিক ভাবধারাকে সম্পূর্ণ পরিবর্তন করতে চেয়েছিল। কিন্তু শেষপর্যন্ত নকশালপন্থীদের মধ্যে অন্তর্কলহ ও হঠকারী সিদ্ধান্তের জন্য তা ব্যর্থতায় পর্যবচিত হয়।

'হাজার চুরাশির মা' কলকাতার নকশাল আন্দোলনের প্রেক্ষিতে মহাশ্বেতা দেবীর রচিত উপন্যাস। এটি 'শারদীয়া প্রসাদ' নামে একটি সিনেমা পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। উপন্যাসটি ১৯৭৪ সালে 'করুণা' প্রকাশনী থেকে গ্রন্থাকারে প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। এই গ্রন্থের প্রচ্ছদ শিল্পী ছিলেন খালেদ চৌধুরী। প্রচ্ছদের মধ্যেই প্রকাশ পেয়েছে নকশাল আন্দোলনে মৃত সন্তানের জন্য মায়ের তীব্র আর্ত-বেদনা। 'হাজার চুরাশির মা' উপন্যাস মূলত একদিনের চার প্রহর তথা সকাল, দুপুর, বিকেল ও সন্ধ্যার মধ্য দিয়ে সীমায়িত। মাত্র চব্বিশ ঘন্টার দিনলিপিতে উপন্যাস গঠিত হলেও, সুজাতার জীবনে অতিবাহিত হওয়া বাইশ বছরের স্মৃতিচারণায় মহাশ্বেতা দেবী দেখিয়েছেন কিভাবে সুজাতা তাঁর মূল্যবোধগুলি জলাঞ্জলি দিয়ে পরিবারিক চাল-চলনকে গ্রহণ করেছেন মূলত সকলকে খুশি রাখার জন্য। অথচ তাঁর মানসিক পরিস্থিতি কেউই উপলব্ধি করার ন্যূনতম চেষ্টাও

ISBN : 978-93-6008-989-4

করেনি। এমনকি স্বামী দিব্যনাথও। এক অ-রাজনৈতিক মায়ের জীবনাবসান দিয়ে 'হাজার চুরাশির মা' সমাপ্ত হলেও মহাশ্বেতা দেবী সমগ্র সমাজকে হাজার চুরাশিটা প্রশ্নবাণে বিদ্ধ করে গেছেন।

'হাজার চুরাশির মা' উপন্যাসের সূত্রপাত ঘটেছে ১৭ই জানুয়ারি সকালে ৫৩ বছরের সুজাতার স্মৃতিচারণার মধ্য দিয়ে। মা সুজাতার পুত্র নকশাল নেতা ব্রতীর জন্ম বিবরণ উপন্যাসে চালিকাশক্তি রূপে গৃহীত হয়েছে। সদ্য স্বাধীনতার উত্তরকালে অর্থাৎ ১৯৪৮ সালে ১৭ই জানুয়ারি জন্ম ব্রতীর— সে উপন্যাসের নায়ক। সুজাতার স্বগত উক্তি থেকে জানা যায়—

"ষোলোই জানুয়ারী সারারাত যন্ত্রণা ছিল, জ্ঞানে-অজ্ঞানে, ইথারের গন্ধ, চড়া আলো, আচ্ছন্ন যন্ত্রণার ঘোলাটে পর্দার ওপারে ডাক্তারদের নড়াচড়া সারারাত, সারারাত তারপর ভোরবেলা, সতেরোই জানুয়ারি ভোরে ব্রতী এসে পৌঁছেছিল। সুন্দর সাজানো শৃঙ্খলময় দিব্যনাথ ও সুজাতার সংসার আলোকিত হয়ে উঠেছিল ব্রতীর জন্ম দিবসে।"[১]

কিন্তু ১৯৬৮ সাল বাংলার রাজনৈতিক আন্দোলনের ভয়ংকর সময়। ব্রতী পূর্ণযৌবন-প্রাপ্ত নকশাল আন্দোলনের সক্রিয় নেতা। অপার তরুণ তাজা রক্তে সত্তর দশককে মুক্তির দশকে পরিণত করতে চেয়েছিল যে ব্রতী পরিবারের সামাজিকতাকে লঙ্ঘন করে; তাকেই শেষপর্যন্ত মর্গের হাজার চুরাশির নম্বরে স্থানান্তরিত করেছিল নকশাল বিরোধী সরকার। মানসিক ক্ষত-বিক্ষত যন্ত্রণায় দগ্ধ সুজাতার কণ্ঠে ফুটে উঠেছে আক্ষেপের সুর—

"সেই ব্রতী। মুক্তির দশকে একহাজার তিরাশি জনের মৃত্যুর পরে চুরাশি নম্বরে ওর নাম। কেউ যদি মুক্তির দশকের আড়াই বছরে নিহত ছেলেদের নাম সংগ্রহ করে থাকে, তবে সে কি ব্রতীর নাম খুঁজে পাবে? কাগজ দেখে যদি খোঁজ করে থাকে, সে তো জানবে না ব্রতীকে?"[২]

প্রসঙ্গত স্মরণীয়, ব্রতী রাজনৈতিক আন্দোলনে বিশ্বাসী, কিন্তু তাঁর বাবা দিব্যনাথ সাধারণ টিপিক্যাল বাঙালির মতো ভোগব্যসনে ব্যস্ত। সমাজের কোনো ঘটনাই তাঁকে বিন্দুমাত্র চিন্তার স্তরে উপনীত করে না। আর সেই সূত্রে পিতা-পুত্রের তীব্র মানসিক দ্বন্দ্ব ও জটিলতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। পক্ষান্তরে, দিব্যনাথের মায়ের সাংসারিক আইনে দংশন পিষ্ট সুজাতার দাম্পত্য ও সাংসারিক জীবন। কোনো ব্যক্তিস্বাধীনতা তাঁর নেই, তাঁকে যান্ত্রিক করে তুলেছে এই পারিবারিক কাঠামো। আর মায়ের মতাদর্শে সহমত পোষণ করে দিব্যনাথও। ফলস্বরূপ স্বামীর ভালোবাসা থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছেন তিনি বিবাহের পরবর্তী সময় থেকেই। কিন্তু তবুও সুজাতা সংসার ধর্ম পালন করেছেন কেবলমাত্র সন্তান জন্ম দেওয়ার এক যন্ত্র হিসেবে। এখানেই বিষয়টি স্পষ্ট, মানসিক মেলবন্ধনে দিব্যনাথ ও সুজাতা ভিন্নধর্মী। তাই দিব্যনাথ তাঁর সহধর্মিনী সুজাতাকে ব্রতীর মৃত্যুর পর বলেছেন—

"এ সমাজে বড়ো বড়ো হত্যাকারী, যারা খাবারে-ঔষুধে-শিশুখাদ্যে ভেজাল মেশায় তারা বেঁচে থাকতে পারে। এ সমাজে নেতারা গ্রামের জনগণকে পুলিশের গুলির মুখে ঠেলে দিয়ে বাড়ি বাড়ি পুলিশ পাহারায় নিরাপদ আশ্রয়ে বেঁচে থাকতে পারে। কিন্তু ব্রতী

 ISBN : 978-93-6008-989-4

তাদের চেয়ে বড় অপরাধী। কেননা সে এই মুনাফাখোর ব্যবসায়ী ও স্বার্থান্ধ নেতাদের ওপর বিশ্বাস হারিয়েছিল। এই বিশ্বাসহীনতা যে বালক, কিশোর বা যুবকের মনে ঢুকে যায়, তার বয়স বার-ষোলো-বাইশ যাই হোক, তার শাস্তি নিশ্চিত মৃত্যু।"[৩]

এই উক্তিতেই পাঠককুল হয়তো বিস্মিত হবেন, কীরকম কদর্য ভাষা ব্যবহার করে একজন পিতা সদ্য পুত্র শোকাতুরা এক মা-কে সান্ত্বনা দিচ্ছেন। দিব্যনাথের চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ এই উক্তির মাধ্যমে স্পষ্ট তা বলার অপেক্ষা রাখে না। যতই সন্তানের প্রতি বিরাগ-অভিমান-মানসিক মনোক্ষুব্ধ থাকুক না কেন; তবুও কোনও পিতা এরকম আচরণ করতে পারে না।

'জেলই আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়', 'এই মুক্তির দশক হতে চলেছে ...', 'ঘৃণা করুন! চিহ্নিত করুন! চূর্ণ করুন মধ্যপন্থীকে।' — ব্রতীর নিজের হাতে লেখা এই স্লোগানগুলি দুর্নীতিগ্রস্ত সমাজ-ভাবনাকে বিধ্বস্ত করেছিল ঠিকই কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারেনি তাদের পাশবিক আচরণ। মুনাফাখোর ব্যবসায়ীদের কালোবাজারিকে ধ্বংস করে ব্রতীরা আনতে চেয়েছিল নতুন শোষণমুক্ত সমাজ। এই কর্মে ব্রতীর সহচর ছিল পার্থ, বিজিত, সমীরণ, লালটু ও নিতু। তারা মূলত 'নকশালবাড়ি' সশস্ত্র কৃষি বিপ্লবের জ্বলন্ত যোদ্ধা। তাদের এই দর্শনে ব্রতীর পরিবার বিশ্বাসহীন হলেও অন্যতম সহযোদ্ধা হয়ে উঠেছিল ব্রতীর মা সুজাতা। তাই ব্রতীকে বাবা দিব্যনাথ, দাদা জ্যোতি, বৌদি বিনি, বড়দি নীপা ও ছোটদি তুলি ভুলে গেলেও মা সুজাতা কখনই ভুলে যাবার চেষ্টা করেননি। তিনি ব্রতীর স্মৃতিচারণার মধ্য দিয়েই নিজেকে জীবিত রাখতে চান। স্মরণীয়, ব্রতীর জন্ম ও মৃত্যু একই দিনে হলেও সুজাতার মনে তার আবির্ভাব লগ্নই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। ব্যাঙ্ককর্মী সুজাতা যেমন তাদের আন্দোলনকে জিইয়ে রেখে ব্রতীকে স্মরণ করেন তেমনই এই আন্দোলনের এক অন্যতম নারী কান্ডারী নন্দিনী। এমনকি ব্রতীর আদর্শ চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সে তার প্রেমিকা হয়ে উঠেছিল।

'হাজার চুরাশির মা' উপন্যাসে 'দুপুর' নামক পরিচ্ছেদে সুজাতা সমীরণের মা'র সঙ্গে দেখা করতে যাওয়া কাহিনির মোক্ষম বিষয়বস্তু। ব্রতীর মৃত্যুর দু'বছর পরেও সুজাতা নকশালপন্থীদের মানসিকতা উপলব্ধি করতে সমুর মা'র সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছেন। তিনি মনে করেন—

"বড়ো জীর্ণ সমুদের বাড়ি, খোলার চালে শ্যাওলা, বেড়ার দেওয়াল ভাঙা, পিচবোর্ডের তালিমারা। তবু, আজ দু'বছর ধরে একমাত্র এখানে এলেই সুজাতা শান্তি পান। মনে হয় নিজের জায়গায় এলেন।"[৪]

উল্লেখ্য, সমুর মা'র আর্থিক সংকটময় সংসারে কেবলমাত্র মেয়ে টিউশন পড়িয়ে পারিবারিক ভার বহন করে। সমুর পিতা মৃত। এহেন পরিবেশে সমুর দিদি চায় সমস্ত পূর্ব স্মৃতি ভুলে একটি সুন্দর জীবন গড়ে তুলতে। কিন্তু সে ব্যর্থ হয়। কেননা, সে নকশালকর্মীর বোন। এমন কি 'বিবাহ' নামক সামাজিক প্রথাতেও তার কোন স্থান নেই। সে সমাজচ্যুত, ব্রাত্য। সমুর মা'র বেদনার ইতিকথা এসবই সুজাতার সঙ্গে সমগোত্রীয়। লালটু, পার্থ, বিজিত, সমুর পারিবারিক আভিজাত্য ব্রতীর পরিবারের থেকে ভিন্ন

ISBN : 978-93-6008-989-4

সংস্কৃতির। কিন্তু তাদের নকশাল পরিচয়ই একে-অপরের সঙ্গে যূথবদ্ধ হতে, সম্পন্ন হতে সাহায্য করেছে মানবিক আঙ্গিকের প্রেক্ষিতে। সমুর মায়ের মুখে ছেলে ও তার বন্ধুদের মৃত্যুর ইতিহাস সুজাতা জানতে পেরেছেন এবং উপলব্ধি করেছেন ব্রতীর আসল পরিচয়।

সুজাতার ছোট মেয়ে তুলির এনগেজমেন্ট থাকা সত্ত্বেও তিনি দুপুরে যেমন বাড়ি থেকে বেরিয়ে সমুর মার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন, তেমনই বিকেলে নকশাল আন্দোলনে ব্রতীদের সহযোদ্ধা নন্দিনীর সঙ্গেও দেখা করতে ভোলেননি। আজ সুজাতার কাছে বিশেষ স্মরণীয় দিন। এই দিনটিতে ব্রতী যেমন পৃথিবীতে এসেছে, তেমনই দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে। তাই তিনি ব্রতীর প্রেমিকা নন্দিনীর সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন এক পুরোনো বাড়িতে— এই বাড়ির ঠিকানা নন্দিনী ফোন করে ব্রতীর মাকে দিয়েছিল। নন্দিনীর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতে সুজাতা অনুভব করেছেন সে তাঁর কত আপনজন। নন্দিনীর মুখে তাদের আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি স্পষ্ট রূপে প্রতিভাত হয়েছে। সে সুজাতাকে জানায় তাদের সংগঠন ভাঙার ইতিকথা। কীভাবে অনিন্দ্যের সামান্য ভুলে তাদের বন্ধুদের প্রাণ বলিপ্রদত্ত হয়েছে। আসলে অনিন্দ্য নকশাল আন্দোলনের মূল প্রতারক। ব্রতীর বন্ধু নীতু তাকে আন্দোলনের সদস্য করলেও তার মনোবিকলন তত্ত্ব উদ্ঘাটন করতে পারেনি— যার ফল আন্দোলন ব্যর্থ ও সহকর্মীদের মৃত্যু। কিন্তু দুঃখের পরিহাস এমন যে, শেষপর্যন্ত ব্রতী, লালটু, পার্থ, বিজিত, সমুর মতো নিতুও বাঁচেনি। তাদের হত্যা করেছে নকশালবিরোধী সন্ত্রাসবাদীরা; একেবারে পুলিশের থানার নিকটে।

নন্দিনীর মুখে সুজাতা জ্ঞাত হয়েছে ব্রতীর সঙ্গে তার পরিবারের কতটা সম্পর্ক ছিল। দিব্যনাথ একজন টাইপিস্ট মেয়েকে নিয়ে ফ্ল্যাটে সময় অতিবাহিত করতো বলে তার সঙ্গে ব্রতীর সম্পর্ক ছিন্ন হয়। ব্রতী তার মৃত্যুর দু'মাস আগে দিব্যনাথের এরকম আচরণের জন্য মানসিক অনুতাপ ও গ্লানিতে বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে। এমনকি ব্রতীর দাদা ও দিদিরা বাবার এই কদর্যপূর্ণ কাজে সহায়তা করত। তাই ব্রতী বলেছে—

"দাদা-দিদিরা বাবাকে অ্যাডমায়ার করত। ব্রতী বলত ওরা মানুষ নয়। ... দিদি একটা নিমফো। ছোটটি একটা কমপ্লেক্স বোঝাই অসভ্য মেয়ে, দাদা একটা দালাল।"[৫]

উপন্যাসে লক্ষ করা যায়, নন্দিনী ও সুজাতা দুই নারীই আজ একজনের জন্য সর্বশান্ত ও নিঃস্ব। এই ব্যক্তি হল ব্রতী। সুজাতা নন্দিনীর সঙ্গে কথোপকথনে উপলব্ধি করতে পেরেছেন নকশাল আন্দোলনের দর্শন কতটা গভীরভাবে গ্রহণ করেছে ব্রতীরা। তাদের আদর্শ, সমাজমনস্ক ভাবনা কতটা অচ্যুত থেকে গেছে বৃহত্তর সমাজের কাছে— তা নন্দিনীর বক্তব্যের মধ্যে পরিস্ফুট হয়েছে। বলাবাহুল্য, আন্দোলন ব্যর্থ হয়ে নন্দিনী যেমন একাকী হয়ে পড়েছে, তেমনি অপরদিকে ব্রতীকে হারিয়ে সে অসহায় সঙ্গীহীন হয়ে পড়েছে। তাই সে তার মায়ের পছন্দের পাত্র সন্দীপকে বিয়ে করতে অস্বীকার করেছে। নন্দিনী এখানে শেষের ইঙ্গিতে ব্যক্ত করেছে—

"এখন বোধ হয় আমাদের মত মেয়েকে বিয়ে করা ধীমান রায়ের কবিতা লেখার মত আরেকটা ফ্যাশন। নইলে সে আমায় বিয়ে করবে কেন, আমি কারণ খুঁজে পাই না।"[৬]

এই দু'বছর যাবৎ ব্রতীকে হারিয়ে সুজাতা মানসিক রোগীতে পরিণত হয়েছে। কিন্তু

ISBN : 978-93-6008-989-4

নন্দিনীর সঙ্গে পরিচয়ের মধ্যে সুজাতা তার মধ্যে ব্রতীকে অনুসন্ধানের চেষ্টা করলো। এ অনুসন্ধান অনেকটা প্রশান্তি ও ভালোবাসার। তাই নন্দিনীর কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার আগে সুজাতা মনে মনে স্বগতোক্তি করেছেন–

"নন্দিনী আর তার জীবনের রেখা সমান্তরাল। মিলিত হন, এমন একটি বিন্দুও রেখাদুটির মধ্যে নেই।"[৭]

স্বামী দিব্যনাথের প্রতি তীব্র গ্লানিবোধ ও প্রচলিত ব্যবস্থার প্রতি একবুক হতাশা নিয়ে সুজাতা সন্ধ্যালগ্নে গৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন। তাঁর এই গৃহে ফেরা সামাজিক দায়িত্ব পালন করা ব্যতীত আর কিছুই নয়। ব্রতী ছাড়া সংসারের প্রতি কোনও ভালোবাসায় সুজাতাকে নিজেকে আবদ্ধ করতে পারেনি। বত্রিশ বছরের সংসার জীবনে তিনি স্বামী ও শাশুড়ির সমস্ত দায়িত্ব গূঢ়ভাবে পালন করেছেন। কিন্তু আজ সুজাতা তীব্রভাবে বিস্ফারিত চোখে এতদিনের সঞ্চিত ক্ষোভ ও ঘৃণা উগরে দিলেন দিব্যনাথকে–

"বত্রিশ বছর ধরে তুমি কোথায় সন্ধ্যা কাটাতে, কাকে নিয়ে গত দশ বছর ট্যুরে যেতে, কেন তুমি তোমার একস টাইপিস্টের বাড়িভাড়া দিতে তা আমি কোনোদিন জিগ্যেস করিনি। তুমি আমায় একটি কথাও জিগ্যেস করবে না। কোনোদিন না।"[৮]

চার সন্তানের জননী সুজাতা তুলির বিবাহের আশীর্বাদের দিনেও খুব বিমর্ষ। আসলে, তুলির হবু শাশুড়ি মিসেস কাপাডিয়ার গুরুজী এই দিনটি নির্বাচন করেছেন। কিন্তু সুজাতার কাছে তুলির বিবাহের চেয়েও বৃহৎ বিষয় এই দিনেই ব্রতী জন্ম ও মৃত্যুবরণ করেছে। ফলে কোনো মায়ের কাছে পৃথিবীর সমস্ত ঘটনার থেকেও এটি বেশি তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। তাই তুলির আশীর্বাদে পরিবারের সকলে আনন্দে আত্মহারা হলেও সুজাতা পুত্রের স্মৃতিচারণায় বিহ্বল। সেজন্য তিনি শারীরিকভাবে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকলেও মানসিক দিক থেকে সম্পূর্ণভাবে অনুপস্থিত। অনুষ্ঠানের শেষ লগ্নে সুজাতা দেবী অ্যাপেনডিক্স-এর অসহ্য ব্যথায় জ্ঞান হারালে মহাশ্বেতা দেবী উপন্যাস সমাপ্ত করেছেন। উপন্যাস শেষ হলেও তার রেশ ছোটগল্পের মত ঔপন্যাসিক রেখে গিয়েছেন। যাই হোক, মহাশ্বেতা দেবীর এই বিশেষ ঐতিহাসিক উপন্যাসে সুজাতা কেবলমাত্র সাধারণ বাঙালি ঘরের জননী নন; তাঁর সর্বশেষ এবং সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য অবস্থান ও পরিচয় মর্গের 'হাজার চুরাশির মা' সুজাতা।

তথ্যসূত্র:

১. অজয় গুপ্ত (সম্পাদিত), 'মহাশ্বেতা দেবী রচনা সমগ্র' (অষ্টম খণ্ড), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ- এপ্রিল ২০০৩, পৃষ্ঠা- ১২।

২. তদেব, পৃষ্ঠা- ১৫।

৩. তদেব, পৃষ্ঠা- ১৮-১৯।

৪. তদেব, পৃষ্ঠা- ২৭।

৫. তদেব, পৃষ্ঠা- ৪৯।

ISBN : 978-93-6008-989-4

৬. তদেব, পৃষ্ঠা- ৫২।

৭. তদেব, পৃষ্ঠা- ৫২।

৮. তদেব, পৃষ্ঠা- ৫৫।

গ্রন্থঋণ:

১. অজয় গুপ্ত (সম্পাদিত), 'মহাশ্বেতা দেবী রচনা সমগ্র' (অষ্টম খণ্ড), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ- এপ্রিল ২০০৩।

২. প্রদীপ বসু, 'নকশালবাড়ির পূর্বক্ষণ কিছু পোস্টমডার্ণ ভাবনা', প্রগ্রেসিভ পালবিকেশন, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ- ২০১২।

৩. দীপঙ্কর মল্লিক (সম্পা.) 'তবু একলব্য', মহাশ্বেতা দেবী বিশেষ সংখ্যা, ১৩ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৮।